জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ মহিলা কমিশনের

শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল ঃ দার্জিলিংয়ের সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এসে জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুললেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি না হলেও তিনি এদিন একের পর এক টুইট করে দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক, পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে তাঁর সঙ্গে দেখা না করার অভিযোগ তুলেছেন। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন চলাকালীন পাহাড়ের মানুষ, বিশেষ করে মহিলাদের উপরে পুলিশ অমানবিক অত্যাচার করেছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন বিমল গুরুংরা। সেই অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখতেই কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মাকে পাহাড়ে পাঠিয়েছে।

রবিবারই দিল্লি থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে সরাসরি কার্সিয়াংয়ে যান রেখাদেবী। সেখানে সারাদিন তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা না করলেও রাতে ওই হোটেলে বেশকিছু মহিলা তাঁর সঙ্গে দেখা করে পুলিশি নির্যাতনের অভিযোগ জানিয়েছেন বলে রেখাদেবী টুইট করেছেন। তিনি মহিলাদের মুখে পুলিশের অত্যাচারের অভিযোগ শোনার পর পুরো ঘটনাকে 'ভয়ংকর' বলে উল্লেখ করেছেন। রেখাদেবী লিখেছেন, 'পাহাড়ের মহিলা এবং পরিবারগুলির উপরে দার্জিলিং পুলিশের অত্যাচারের ভয়ংকর গল্প শুনলাম।' সোমবার সকালে রেখাদেবী সরাসরি দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারকে আক্রমণের নিশানা করেন। তিনি লেখেন, 'আমার সঙ্গে বৈঠক এড়াতেই দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার অখিলেশ চতুর্বেদী ছুটিতে চলে গিয়েছেন। কেননা তিনি বুঝে গিয়েছিলেন যে আমার সামনে এলে বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।' জেলাশাসককেও আক্রমণ করতে ছাড়েননি তিনি। রেখাদেবী লিখেছেন, 'দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রস্তুত নন।' এরপরেই তিনি লিখেছেন, 'আক্রান্ত এবং অভিযোগকারী যাতে আমার কাছে পৌঁছাতে না পারে সেইজন্য প্রশাসন বাড়তি সময়েও ডিউটি করছে। ১০৫ দিন বন্‌ধের সময় এখানে কী হয়েছিল তা আমি ভালোভাবেই বুঝতে পারছি।'

তবে রেখাদেবীর এই আক্রমণকে পরিকল্পিত বলেই মনে করছে প্রশাসন। একাধিক প্রশাসনিক কর্তা বলেছেন, রাজ্য সরকার এবং দার্জিলিংয়ের প্রশাসনকে বিপাকে ফেলার রিপোর্ট তৈরির জন্যই রেখাদেবীকে এখানে পাঠানো হয়েছে। তাই তিনি নির্দেশ মেনেই এই ধরনের টুইট করেছেন। দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক জয়শী দাশগুপ্ত সোমবার রাতে বলেন, 'মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন আমাকে সন্ধ্যা সাড়ে ৫টায় সময় দিয়েছিলেন। সেইমতোই আমি গিয়ে দেখা করেছি। উনি আমাকে দুটি বিষয় দেখতে বলেছেন। প্রথমত, কয়েকজন তাঁর কাছে চিকিৎসা সংক্রান্ত কিছু অভিযোগ করেছেন। অভিযোগকারীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার কথা আমাকে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আন্দোলনের সময় নিহতদের পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সমস্যা হচ্ছে। ওই ছেলেমেয়েরা যাতে শিক্ষার সুযোগ পায় সেটা দেখতে বলা হয়েছে। আমি অবশ্যই দুটি বিষয়ই দেখব। আমাকে যে সময় দেওয়া হয়েছিল সেইমতোই দেখা করতে গিয়েছি। তবুও আমি দেখা করতে যাইনি বলে রেখাদেবী কী টুইট করেছেন, কেন করেছেন তা জানি না।'

এদিকে, জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের দার্জিলিং সফরকে স্বাগত জানিয়ে এক অডিয়ো বার্তায় বিমল গুরুং বলেছেন, 'পাহাড়ে ১০৫ দিন বন্‌ধের সময় পুলিশ এখানকার মানুষ, বিশেষ করে মহিলাদের উপরে যে অত্যাচার করেছে তা খতিয়ে দেখতেই কেন্দ্রীয় সরকার রেখা শর্মাকে পাঠিয়েছেন। আমি আশাবাদী পাহাড় ঘুরে দিল্লিতে গিয়ে রেখাদেবী কেন্দ্রকে যে রিপোর্ট দেবেন তাতে আমরা যেসব অভিযোগ করছিলাম তা কতটা বাস্তবসম্মত সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে।'

বাবু স্টাফদের বেতন বৃদ্ধি নিয়ে বৈঠক

নাগরাকাটা, ১৬ এপ্রিল ঃ চা বাগানের বাবু স্টাফ ও সাব স্টাফদের বেতন বৃদ্ধি নিয়ে শ্রম দপ্তর ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকল। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে। তাতে উপস্থিত থাকার কথা জয়েন্ট লেবার কমিশনার চন্দন দাশগুপ্তর। শ্রম দপ্তর সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই চা শ্রমিকদের অন্তর্বর্তীকালীন ১৭.৫০ টাকা মজুরি বৃদ্ধি হয়েছে। যা কার্যকর করা হয়েছে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে। পাশাপাশি ১ মে থেকে শ্রমিকদের মজুরি বাবদ প্রদেয় র‍্যাশন খাতেও নগদ ৯ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। এমন পরিস্থিতিতে বাবু স্টাফ ও সাব স্টাফদের সংগতিপূর্ণ বেতন বৃদ্ধি করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এই বিষয়ে দ্রুত সমাধান সূত্র খুঁজে বের করার জন্যই বৈঠকটি ডাকা হয়েছে। সূত্রের খবর, এ ব্যাপারে মালিক ও শ্রমিক পক্ষ ইতিমধ্যেই তাঁদের মতামত আলাদা আলাদাভাবে শ্রম দপ্তরের কাছে দিয়েছে। রাজ্যের অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার পশুপতি ঘোষ বলেন, 'মঙ্গলবারের বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য সবকটি শ্রমিক ও মালিকপক্ষের সংগঠনগুলিকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।'

শিক্ষকদের স্মারকলিপি

গয়েরকাটা, ১৬ এপ্রিল ঃ সোমবার পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের ধূপগুড়ি চতুর্থ শাখার তরফ থেকে সর্বশিক্ষা মিশনের জেলা আধিকারিককে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। গয়েরকাটার সেন্টার প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর অফিস মারফত পাঠানো ওই স্মারকলিপিতে বিদ্যালয়ের সমস্যা সংক্রান্ত ৫ দফা দাবি জানানো হয়েছে। অবিলম্বে এই দাবিগুলি পূরণ না হলে আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছেন সংগঠনের ধূপগুড়ি চতুর্থ শাখার সভাপতি মহম্মদ ইসলাম আনসারি।

জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান

ওদলাবাড়ি, ১৬ এপ্রিল ঃ স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের ১২৩তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সোমবার ওদলাবাড়িতে দিনভর বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। স্থানীয় ওদলাবাড়ি হিন্দু মিলন মন্দিরের ব্যবস্থাপনায় বিধানপল্লি দুর্গা মন্দিরে এদিন শ্রী শ্রী আচার্যদেবের মহাভিষেক, পূজারতি, আদর্শ শিক্ষা সংস্কৃতি সম্মেলন, বৈদিক শান্তিযজ্ঞ, প্রসাদ বিতরণ সহ নানা অনুষ্ঠান হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে কামাখ্যার ভারত সেবাশ্রম সংঘের মঠাধ্যক্ষ স্বামী বরুণানন্দজি মহারাজ, স্বামী ধর্মাত্মানন্দজি মহারাজ সহ বিশিষ্ট সন্ন্যাসীরা ভক্তদের দীক্ষাদান করেন।

শিক্ষকদের সভা

ময়নাগুড়ি, ১৬ এপ্রিল ঃ সোমবার পশ্চিমবঙ্গ অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ময়নাগুড়িতে হওয়া এই সভায় জেলা কমিটির ১৭ জন সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের জেলা সম্পাদক জীতেন্দ্রনাথ মল্লিক জানিয়েছেন, এদিনের সভায় মূলত পোস্টকার্ড আন্দোলন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। চার দফা দাবিতে গত ১ এপ্রিল থেকে সারা ভারতজুড়ে এই আন্দোলন শুরু হয়েছে। এই দাবিগুলি হল, সমকাজে সমবেতন প্রদান, শিক্ষার বাণিজ্যকরণ বন্ধ করা, অবিলম্বে সপ্তম পে কমিশন চালু করা ও নতুন পেনশন পদ্ধতি বাতিল করে পুরানো পদ্ধতি অনুযায়ী পেনশন প্রদান করা। এই দাবিগুলি জানিয়ে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতাকে পোস্টকার্ড পাঠানো হচ্ছে।

স্মারকলিপি

বাগডোগরা, ১৬ এপ্রিল ঃ আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে ফের সরব হল তৃণমূলের এসসি, এসটি, ওবিসি সেলের মাটিগাড়া ব্লক কমিটি। কমিটির সভাপতি সঞ্জয় দেবনাথ জানান, গত ১৭ নভেম্বর আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে কুয়ো সংস্কার করার নামে আর্থিক দুর্নীতি সহ বিভিন্ন দাবিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করার আবেদন করা হয়েছিল। পরে বারবার স্মারকলিপি দেওয়ার এবং আন্দোলনের পর বিডিও তদন্ত কমিটি গঠন করেন। সেই তদন্ত কমিটির কোনো রিপোর্ট আজও প্রকাশ করা হয়নি। তাঁর অভিযোগ, 'বিডিও অফিসের কিছু কর্মী পঞ্চায়েত প্রধানকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পন্থা অবলম্বন করছে। এবিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সোমবার আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে মাটিগাড়ার বিডিও-কে ফের স্মারকলিপি দিয়েছি।'

মোমবাতি মিছিল

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ এপ্রিল ঃ সারা দেশে নারী ও শিশুদের ওপর ঘটে চলা একের পর এক অত্যাচারের ঘটনার প্রতিবাদে পথে নামল লিউসিপাকুড়ির যুব সমাজ। সোমবার সন্ধ্যায় এলাকার যুবকরা অসম, কাঠুয়া প্রভৃতি জায়গায় নারীদের ওপর হওয়া অত্যাচারকে ধিক্কার জানিয়ে মোমবাতি মিছিল বের করেন। মিছিলটি লিউসিপাকুড়ির রাঙ্গাপানি প্রাইমারি স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে বাজার পরিক্রমা করে পুনরায় স্কুল প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। এদিনের মিছিলে এলাকার প্রচুর যুবক অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা সকলেই এইসব ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের কঠোর শাস্তি দাবি করেছেন।

আতঙ্কে ঘরবন্দি গ্রামবাসীরা

মৌলানি, ১৬ এপ্রিল ঃ বেশ কয়েক দিন ধরেই গ্রাম থেকে একের পর এক ছাগল নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছিল। দিনের বেলায় মাঠে ঘাস খেতে খেতেই ছাগল নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় প্রথমে দক্ষিণ ঝাড়মাটিয়ালির বাসিন্দাদের আশঙ্কা হয়েছিল গ্রামে সক্রিয় হয়েছে কোনো ছাগল চোরের দল। তবে গ্রামবাসীদের এই ধারণা বেশিদিন টেকেনি। দিন চারেক আগে গ্রামের বাসিন্দা ঠান্ডা রায়ের বাছুরটির ক্ষতবিক্ষত দেহ পাওয়া যায় চা বাগান লাগোয়া মাঠে। এরপর থেকে গ্রামে বেড়েছে চিতাবাঘের উপদ্রব। স্থানীয় বাসিন্দা রজবালা রায় জানান, শুক্রবার সকালে তাঁর বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল চিতাবাঘটি। সকলে এই বিষয়টি শোনার পর আতঙ্ক বেড়েছে আরও কয়েকগুণ। গ্রামের বাসিন্দা বাপি রায়, রূপক বর্মন, পূর্ণিমা রায় সহ বেশ কয়েকজন দেখেছেন চিতাবাঘটিকে। স্থানীয়রা জানান, যেভাবে গ্রামের সর্বত্র চিতাবাঘটির আনাগোনা শুরু হয়েছে তাতে গ্রামে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সন্ধে নামতেই এলাকার বাসিন্দারা ঘরবন্দি হয়ে পড়ছেন বলে জানান স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বসন্তকুমার রায়। চিতাবাঘ ধরতে সোমবার সকালে বন দপ্তরের রামশাই রেঞ্জের বনকর্মীরা এলাকায় একটি খাঁচা পাতেন। যতদিন না চিতাবাঘটি খাঁচাবন্দি হচ্ছে ততদিন আতঙ্ক কমছে না গ্রামবাসীদের।

মৌলানির তেলিপাড়ায় খাঁচা পাতছেন বনকর্মীরা। -সংবাদচিত্র

চিতাবাঘ ধরতে রামশাইয়ের নৌকাঘাট এলাকাতেও খাঁচা পাতা হয়েছে।

চিতাবাঘ ধরতে খাঁচা

ময়নাগুড়ি, ১৬ এপ্রিল ঃ সোমবার ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই এলাকার নৌকাঘাটের কাছে চিতাবাঘ ধরতে খাঁচা পাতা হল। গরুমারা জাতীয় উদ্যান লাগোয়া এই এলাকায় রবিবার শাবক সহ একটি চিতাবাঘ দেখা যায়। জানা গিয়েছে, চিতাবাঘটি তিনটি ছাগলকে হত্যা করেছে। এরপর একটি বাছুরের উপর সেটি হামলা করে। কিন্তু স্থানীয়দের চিৎকারে বাছুরটিকে ছেড়ে চিতাবাঘটি পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় এলাকায় বেশ আতঙ্ক ছড়ায়। এরপরই সোমবার বন দপ্তরের পক্ষ থেকে এখানে খাঁচা পাতা হয়। স্থানীয় বাসিন্দা অনন্ত রায় বলেন, 'গত কয়েকদিন ধরে চিতাবাঘটি এখানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।' রামশাইয়ের রেঞ্জ অফিসার ভূপতি শীল বলেন, 'এদিন রামশাই এলাকার নৌকাঘাট ও মাল ব্লকের মৌলানির তেলিপাড়াতে খাঁচা পাতা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, রবিবার তেলিপাড়াতেও একটি চিতাবাঘ লোকালয়ে চলে আসে।

নেতার মন্তব্য ঘিরে মতবিরোধ যৌথ মঞ্চে

শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল ঃ 'যারা পাশে আছে, পঞ্চায়েতে শ্রমিকরা তাদেরকেই ভোট দেবে।' ন্যূনতম মজুরির বিশেষ কর্মশালা ও সভা থেকে শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে আইএনটিইউসি নেতা অলোক চক্রবর্তীর এই মন্তব্য ঘিরে প্রকাশ্যে এল জয়েন্ট ফোরামের মতানৈক্য।

তৃণমূল বাদে প্রায় সব চা শ্রমিক সংগঠনই জয়েন্ট ফোরামে রয়েছে। আবার বহু জায়গাতে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনই বাগানের প্রধান শ্রমিক সংগঠন। সেক্ষেত্রে তৃণমূল শ্রমিকদের হয়ে আন্দোলন করছে। অন্যদিকে, তৃণমূল বাগান মালিকদের হয়ে কাজ করছে বলে বারবার জয়েন্ট ফোরামের নেতারা অভিযোগ তুলেছেন। অলোক চক্রবর্তীর বক্তব্যের পর প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি যেখানে তৃণমূল শ্রমিকদের হয়ে লড়াই করছে সেখানে তাদেরকেই ভোট দেওয়ার আহ্বান জানালেন অলোকবাবু? কাকে ভোট দিতে হবে স্পষ্টভাবে সেকথা না বলায় জটিলতা আরও বেড়েছে। যদিও অলোক চক্রবর্তীর বক্তব্যের সঙ্গে সহমত নন ফোরামের অন্য নেতারা।

শিলিগুড়ির প্রধাননগরে আইএনটিইউসি-র দপ্তরে জয়েন্ট ফোরামের ব্যানারে এদিন কর্মশালা এবং সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুটি অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিল কংগ্রেসের চা শ্রমিক সংগঠন এনইউপিডব্লিউ। কর্মশালায় তরাইয়ের প্রতিটি চা বাগান থেকে প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন। প্রবীণ শ্রমিক নেতারা তাঁদের ন্যূনতম মজুরি নিয়ে প্রশিক্ষণ দেন। পরে একটি সভা হয়। সভায় সিটুর রাজ্য সহসভাপতি ও শিলিগুড়ির মেয়র অশোক ভট্টাচার্য, কংগ্রেস বিধায়ক শংকর মালাকার, আইএনটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি কামারুজ্জামান কামার, অলোক চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিন কর্মশালা শেষে সাংবাদিক বৈঠক করে অলোক চক্রবর্তী বলেন, 'ন্যূনতম মজুরি নিয়ে রাজ্য সরকার টালবাহানা করছে। দ্রুত বিজ্ঞপ্তি জারি করে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করুক সরকার।' অলোকবাবু বলেন, 'যারা শ্রমিকদের পাশে আছে, পঞ্চায়েতে শ্রমিকরা তাদেরকেই ভোট দেবে।'

এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম সদস্য সংগঠন সিটুর দার্জিলিং জেলা সম্পাদক তথা চিয়া কামান মজদুর ইউনিয়নের নেতা সমন পাঠক বলেন, 'অলোকবাবু কী বলেছেন সেটা জানি না। তবে এটা বলব রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল বাগান মালিকদের হয়ে শ্রমিক বিরোধী কাজ করছে।' ফোরামের অন্য সদস্য সংগঠন নর্থবেঙ্গল প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ রায় বলেন, 'অলোকবাবু সঠিক কী বলতে চেয়েছেন সেটা জানা নেই। তবে স্পষ্টভাবে একটা কথা বলতে চাই জয়েন্ট ফোরাম কোনো ভোটের মঞ্চ নয়। কেউ ব্যক্তিগতভাবে কোনো কথা বলে থাকলে সেটা জয়েন্ট ফোরামের বক্তব্য বলে বিবেচিত হবে না।'

সবমিলিয়ে জয়েন্ট ফোরামের এই মতানৈক্য পঞ্চায়েত ভোটের রাজনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে প্রশাসনের দ্বারস্থ বিজেপি

চোপড়া, ১৬ এপ্রিল ঃ চোপড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস করার অভিযোগ তুলে সোমবার মহকুমা ও জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হল বিজেপি। ইসলামপুর মহকুমাশাসক ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের দপ্তরে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়। পাশাপাশি, অভিযোগপত্রটি জেলা প্রশাসনের কাছেও পাঠানো হয়েছে। বিজেপি নেতা অসীম বর্মন বলেন, মনোনয়নপত্র জমা করার পর থেকে দলীয় প্রার্থীদের অনেকেই আতঙ্কে ঘরছাড়া হয়েছেন। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা লাগাতার চাপ সৃষ্টি করছে। এই ঘটনায় দলীয় প্রার্থী ও তাঁদের পরিবারের লোকজন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। বিষয়টি এদিন লিখিত আকারে মহকুমা ও জেলা প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ প্রসঙ্গে এলাকার তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমান বলেন, এলাকায় বিজেপির অস্তিত্ব নেই। ভোটে হারের ভয়ে আগে থেকেই তৃণমূলের নামে কুৎসা করা হচ্ছে।

স্থগিতাদেশ থাকলেও থামেনি প্রচারাভিযান

ক্রান্তি, ১৬ এপ্রিল ঃ ২০১৮ সালে রাজ্যের ত্রিস্তর গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপর হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ থাকায় পূর্ব নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ১ মে নির্বাচন শুরু হবে কিনা সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের দেওয়া এই স্থাগিতাদেশকে চ্যালেঞ্জ করে তৃণমূলের আবেদন সোমবার হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ খারিজ করে দেওয়ায় পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রশ্নের মুখে পড়ে গেল বলে নির্বাচনি বিশ্লেষকদের ধারণা। তবে নির্বাচন প্রক্রিয়া থমকে গেলেও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ভোট প্রচারে খামতি দেখা যাচ্ছে না। এদিনও শাসকদলের পাশাপাশি মাল ব্লকের অন্যান্য রাজনৈতিক দল নিজেদের মতো করে প্রচারাভিযান চালায়। ব্যতিক্রম অবশ্য ভারতীয় জনতা পার্টি। বিজেপি হাইকোর্টের স্থগিতাদেশকে মান্যতা দিয়ে প্রচারাভিযান বন্ধ রেখেছে। বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সদস্য আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'শাসকদল যেভাবে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এবং ভয় দেখিয়ে ও সন্ত্রাস চালিয়ে নির্বাচন করাতে চাইছে তা সম্পূর্ণ গণতন্ত্র বিরোধী।' ক্রান্তি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শ্যামল বিশ্বাস জানান, দলীয় নির্দেশে তাঁরা প্রচারাভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। বিজেপির অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেও উড়িয়ে দেন তিনি। সিপিএম নেতা আবেদ আলি জানান, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন অপরিহার্য অঙ্গ। ভোট নিশ্চিতভাবেই হবে। প্রচারাভিযানও চলছে। মাল ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি অরবিন্দ সিং বলেন, 'প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ভোট প্রচার চালিয়ে যেতে হচ্ছে।'

সেজে উঠছে বিজ্ঞানকেন্দ্র

নতুনভাবে সাজানো হচ্ছে বিজ্ঞানকেন্দ্রের গ্যালারি। -সংবাদচিত্র

শমিদীপ দত্ত ● শিলিগুড়ি

১৬ এপ্রিল ঃ একসময়ে জীববিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য ছিল জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে বিজ্ঞানের লক্ষ্য। জীববৈচিত্র্যের পরিবর্তে জিন সম্পদ সংরক্ষণ করাই এখন আধুনিক জীববিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকেই সামনে রেখে উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্র নতুনভাবে সাজিয়ে তুলছে প্রকৃতি নিরীক্ষণ গ্যালারিকে। আগামী মাসেই নতুন গ্যালারি দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে বলে উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে।

সমগ্র উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি নেপাল,সিকিম ও বিহারের বিজ্ঞান অনুরাগীদের জন্য একমাত্র বিজ্ঞানকেন্দ্রটি রয়েছে মাটিগাড়ায়। উত্তরবঙ্গের জীব, মানুষ ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্যকে দর্শনার্থীদের কাছে তুলে ধরার জন্য ২০০২ সালে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে চালু হয় প্রাণী নিরীক্ষণ গ্যালারি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে বদলাতে থাকে বিজ্ঞানের চরিত্র। এদিকে, ভাঙতেও শুরু করে বিভিন্ন মডেল। এই অবস্থায় গ্যালারিটিকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। বিজ্ঞানকেন্দ্র সূত্রে জানা গিয়েছে, জীববিজ্ঞানের বর্তমান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গ্যালারিতে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ধরনের অর্কিড ও কীটপতঙ্গের উপর। সম্পূর্ণ গ্যালারিকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলার জন্য ফ্লেক্স, ভিনাইল ও সফট বোর্ডের ব্যবহার করা হচ্ছে। হাতি, বাঘের প্লাস্টার অব প্যারিসের প্রতিকৃতিগুলি বদলে ফাইবারের প্রতিকৃতি বানানো হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ আলো ও ধ্বনির প্রদর্শনী ফের চালু করার জন্য কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হতে চলেছে।

উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রের প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিজ্ঞান যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে কোনো দেশের জিন সম্পদ বেশি থাকলে সেই দেশ ধনী বলে গণ্য হবে। আমরা এই গ্যালারির মাধ্যমে উত্তরবঙ্গবাসীর সঙ্গে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের এই ধারণা দিতে চাই, আমাদের উত্তরবঙ্গ জিন সম্পদে পরিপূর্ণ। আমাদের উচিত সেই সম্পদকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সেটিই হবে সবচেয়ে বড়ো উপহার।'

নবোদয় স্কুলের প্রবেশিকা পরীক্ষা ২১ এপ্রিল

নাগরাকাটা, ১৬ এপ্রিল ঃ কেন্দ্র সরকার পরিচালিত জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভরতির প্রবেশিকা পরীক্ষা আগামী ২১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। জলপাইগুড়ি জেলা থেকে এবার এই পরীক্ষায় বসছে ৪১৪ জন পড়ুয়া। মেধার ভিত্তিতে নেওয়া হবে মোট ৪০ জনকে। পরীক্ষা আয়োজনকে কেন্দ্র করে সোমবার জলপাইগুড়িতে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের (মাধ্যমিক) অফিসে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার জলপাইগুড়িতে মোট দুটি পরীক্ষা কেন্দ্র থাকছে। ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি সদর ব্লক। ধূপগুড়ি ও রাজগঞ্জের ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় বসবে জলপাইগুড়ির মাড়োয়ারি গার্লস স্কুলে। অন্যদিকে, মাল মহকুমার মালবাজার, নাগরাকাটা ও মেটেলির পড়ুয়ারা বসবে নাগরাকাটা হাইস্কুলে। সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে শুরু হয়ে পরীক্ষা চলবে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত।

জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি জেলার জন্য আলাদা একটি নবোদয় স্কুল নাগরাকাটায় শুরু হতে চলেছে। আপাতত অস্থায়ী ভিত্তিতে সেটি নাগরাকাটা হাইস্কুলের ক্যাম্পাসে চলবে।

আলিপুরদুয়ার জেলার বারবিশা নবোদয় স্কুলের অধ্যক্ষ তথা নাগরাকাটার নবোদয় স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অনিমেষ পাল বলেন, যারা এখনও পরীক্ষায় বসার অ্যাডমিট কার্ড সংগ্রহ করেনি তারা ওই দুই পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে তাদের অ্যাডমিট কার্ড সংগ্রহ করে নিতে পারবে।

কাঠুয়া কাণ্ডের প্রতিবাদে মিছিল ঃ কাঠুয়ার নির্যাতিতা নাবালিকার আত্মার স্মরণে এবং দোষীদের কঠোর শাস্তি চেয়ে সোমবার রাতে সুলকাপাড়ায় মোমবাতি হাতে মিছিল করল এলাকার যুবক-যুবতিরা। এদিনের মিছিলটি এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে এসে শেষ হয়। কর্মসূচির উদ্যোক্তাদের পক্ষে ইজাজুল ইসলাম, মোস্তাফা হক, করিমুল হক বলেন, 'কাঠুয়ায় ওই নাবালিকার সঙ্গে যা হয়েছে তা যে কোনো সমাজের কলঙ্ক।' এর আগে নির্ভয়া কাণ্ডের সময়েও একইভাবে সুলকাপাড়ার বাসিন্দারা প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছিল।

প্রার্থীর জাতি শংসাপত্র নিয়ে বিড়ম্বনা তৃণমূলের

ময়নাগুড়ি, ১৬ এপ্রিল ঃ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া শুরু হয়েছিল ২ এপ্রিল। ৩ এপ্রিল তপশিলি জাতিভুক্ত হওয়ার শংসাপত্র পেয়েছিলেন উমা সরকার। জেলাপরিষদে ৪ নম্বর ময়নাগুড়ি আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন শংসাপত্র বের হবারই পর। এই আসনটি আগে অসংরক্ষিত থাকলেও এবার তপশিলি জাতিভুক্ত মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হয়। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই আসনটি থেকেই জয়ী হন ময়নাগুড়ির উমা সরকার। এবার ভুয়ো শংসাপত্র ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে উমাদেবীর বিরুদ্ধে। ৫ এপ্রিল বিডিও-র কাছে বিষয়টি নিয়ে অভিযোগপত্রও জমা পড়ে। এরপর ১৩ এপ্রিল ময়নাগুড়ির জনৈক শৈলেন রায় আরটিআই করেন। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৭ এপ্রিল শৈলেন রায়কে এই বিষয়ে প্রশাসনিকভাবে সমস্ত তথ্য দেওয়া হবে। বিরোধীদের অভিযোগ, উমা সরকার তপশিলি জাতিভুক্ত নন। তিনি সার্বিক বিচারে সাধারণ জাতিভুক্ত। তিনি যেসব স্কুল ও কলেজে পড়াশোনা করেছেন সেখান থেকেই যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাঁর পরিবারের অন্যরা কেউই তপশিলি জাতিভুক্ত নন এবং ছিলেন না। বিরোধীদের দাবি, তিনি জেলাপরিষদের ওই আসনে প্রার্থী হবার জন্যই এই শংসাপত্র বের করেছিলেন। জানা গিয়েছে, আবেদনকারী শৈলেন রায়কে যে তথ্য দেওয়া হবে, তা থেকে পরিষ্কার উমা সরকারের তপশিলি জাতিভুক্ত হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই।

উমা সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠায় তৃণমূলের তরফে এই আসনটিতে আরও একজন প্রার্থী মনোয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তিনি হলেন আমগুড়ির দীপালি রায়।

এ প্রসঙ্গ